প্রথম আলো

তারিখ ... 18 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

এক স্কুলের অনুষ্ঠানে এত অতিথি!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গতকাল বুধবার মন্ত্রী, সাংসদ, সচিব, শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমাগম ঘটে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের নরকলিকাতা এলাকার মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানেই গতকাল অনেক পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আরও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বি এম মোজাম্মেল হক, নাহিম রাজ্জাক, নাভানা আক্তার, শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক।

পুলিশের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার কামরুল আহসান, ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) এস এম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান, পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন, ডিআইজি শফিকুল ইসলাম, ডিআইজি (হাইওয়ে) মল্লিক ফখরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান খান, গাজীপুরের পুলিশ সুপার হারুন অর রশীদ, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার জামিল হোসেন, মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার বিপ্লব বিজয় কুমার তালুকদার, মাদারীপুরের পুলিশ সুপার সরোয়ার হোসেনসহ ১০ জন পুলিশ সুপার ও পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) রকফার সুলতানাসহ আটজন এআইজি।

এ ছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, অধিকাংশ পুলিশ কর্মকর্তা গত মঙ্গলবার রাতে শরীয়তপুরে আসেন। অনেক কর্মকর্তা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসেন।

গতকাল সকাল ১০টায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক আধুনিক হয়েছে, যা বিশ্বে অনুকরণীয়। উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ গড়তে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রসমাজের অগ্রণী ভূমিকায় ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে আমরা সফল হয়েছি। তেমনিভাবে এখন বাংলাদেশকে উন্নত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত করতে শিক্ষার্থীদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকসমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।